অগ্রগতির ৩ বছর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.nbr-bd.org

৩১ ভাদ্র ১৪১৯ | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

“২০২১ সালে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও অশিক্ষার অন্ধকার থাকবে না। যেখানে দারিদ্র থাকবে না। মানুষ তার সম্মান নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে, সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলবে। আমরা ২০২১ সালে সেই বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি, যে বাংলাদেশ হবে শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ।”

সূচিপত্র

- ভূমিকা ১
- প্রত্যক্ষ কর ২
- পরোক্ষ কর ২১

ভূমিকা

বাংলাদেশে কর নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং কর প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক বিভাগ রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব আদায় করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত তিন অর্থবছরে (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময় গড়ে প্রায় ২৬ শতাংশ হারে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিগত তিন বছরে কর-জিডিপি অনুপাত ৮.২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৬%-এ উন্নীত হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর নীতি ও কর প্রশাসনে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১১ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আধুনিকায়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আধুনিকায়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬)

- ২০১৬ সালের মধ্যে কর-জিডিপি আনুপাতিক হার ১৩% উন্নীতকরণ;
- ২০১৬ সালের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল, আয়কর প্রদান/ফেরত ইত্যাদি অত্যাধুনিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে করদাতাদের জন্য উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা ২০১৬ সালের মধ্যে ৮০% হ্রাসকরণ।

বিগত তিন অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)

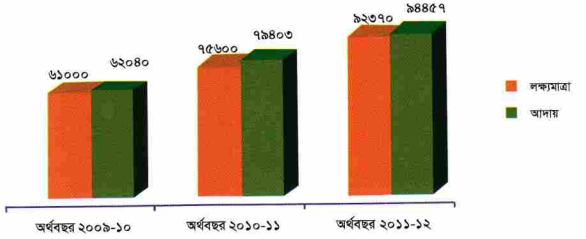

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, বিশ্বায়ন এবং বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে আমদানী নির্ভর রাজস্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবেও আয়করের গুরুত্ব অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর বিভাগের কর নীতি ও কর প্রশাসনে গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য অনেক সংস্কার সাধন করেছে, যার সুফল ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে এবং আয়কর আহরণে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য

- আয়কর বিভাগকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষ, পেশাদার ও বিশেষায়িত বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা;
- আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর ও সেবাধর্মী কর প্রশাসন নিশ্চিত করে এশিয়ার *মডেল* আয়কর বিভাগের মর্যাদা অর্জন;
- সরকারের রাজস্ব চাহিদা পূরণ।

সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনের রাজস্ব রূপকল্প ২০২১

সরকারের রূপকল্প ২০২১ এ অনেকগুলো অর্জন লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখ রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

- ২০২০-২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ;
- ২০২০-২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং
- ২০২০-২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা কমানো।

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে যে রাজস্ব দরকার তা যোগান দিতে আয়কর বিভাগ বদ্ধপরিকর। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন রাজস্ব রূপকল্প ২০২১ প্রণয়ন করেছে, যাতে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

- ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে আয়কর খাতে আদায়ের পরিমাণ ৭২.৫০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা ;
- ২০২০-২১ সালের মধ্যে মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৫০% বা তদুর্ধ্বে উন্নীত করা ;
- নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা ২০১৩-২০১৪ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষে এবং ২০১৮-২০১৯ সালের মধ্যে ১ কোটিতে উন্নীত করা ;
- ২০১৩ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন, উৎসে কর কর্তনকারী এজেন্সীগুলোর সাথে অনলাইন যোগাযোগ স্থাপন এবং ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পরিচয় পত্র সংস্থা, বিনিয়োগ বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বয়ংক্রিয় অনলাইন যোগাযোগ স্থাপন এবং
- ২০১৩ সালের মধ্যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা ডাটা ব্যাংক স্থাপন।

রাজস্ব রূপকল্প ২০২১ এ বিধৃত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কর্মকৌশল ও কর্মসূচি

রাজস্ব রূপকল্প ২০২১ এর বিধৃত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে-

- কর ভিত্তি সম্প্রসারণ;
- কর সচেতনতা বৃদ্ধি, করদাতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- কর সেবা বাড়ানো;
- আধুনিক, ডিজিটাল কর ব্যবস্থার প্রর্বতন;
- কর অডিট, তদন্ত ও কর গোয়েন্দা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- কর আইনে রাজস্ব-বান্ধব পরিবর্তন।

উপর্যুক্ত কর্মকৌশলের আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপ-

- কর নীতি বিষয়ক সংস্কার (রাজস্ব বান্ধব কর আইন, বিধি ও এসআরও প্রণয়ন);
- কর প্রশাসন বিষয়ক সংস্কার;
- কর সেবা ও কর শিক্ষা;
- কর অডিট পদ্ধতির সংস্কার, অডিট নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন;
- অটোমেশন;
- শক্তিশালী এনফোর্সমেন্ট, গোয়েন্দা ও তল্লাশী ব্যবস্থা;
- তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থাপনা সংযোজন করে আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি ও কর পরিহার মোকাবেলা
- লজিস্টিকস (যানবাহন, সবস্থানে নিজস্ব অফিস কমপ্লেক্সের ব্যবস্থা) ;
- জনবল, তাদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা ;
- সদস্য ও কমিশনারগণের পদমর্যাদা বৃদ্ধি: সদস্যগণকে বিশেষ সচিবের এবং সিনিয়র কমিশনারগণকে গ্রেড-২ এর মর্যাদা প্রদান এবং
- জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতি মুক্ত কর প্রশাসন নিশ্চিত করা।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় আইনী প্রশাসনিক ও সংস্কারের কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে যার ইতিবাচক ফলাফল সর্বত্র দৃশ্যমান হচ্ছে। নিম্নে এগুলো পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

আয়কর আহরণ

আয়কর আহরণে বিগত তিন বছরে রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত তিন বছরের আয়কর আদায়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ-

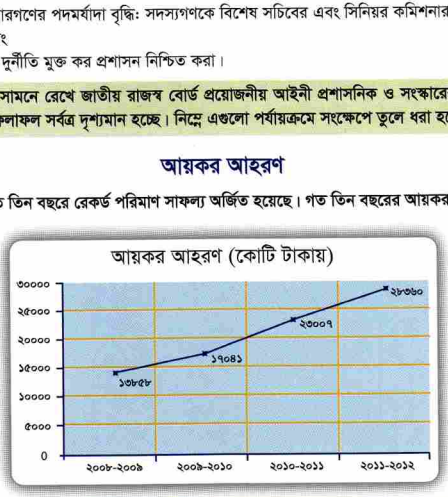

অর্থবর্ষ	আয়কর আহরণ (কোটি টাকায়)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৮-২০০৯	১৩,৮৫৮	১৭.৯৯
২০০৯-২০১০	১৭,০৪১	২২.৯৬
২০১০-২০১১	২৩,০০৭	৩৪.৯০
২০১১-২০১২	২৮,৩৬০	২৩.২৭

বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি

বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ কর আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার এশিয়ার মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। এশিয়ার কয়েকটি দেশের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ (মার্চ ২০১২ পর্যন্ত) অর্থবছরে কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি ছিল নিম্নরূপ-

২০১০-২০১১ অর্থবছরে কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি

দেশের নাম	কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি (%)
বাংলাদেশ	৩৩
ভারত	২০
পাকিস্তান	১৩
শ্রীলংকা	১৭
মালয়েশিয়া	২২
সিংগাপুর	১৬

কর আদায় প্রবৃদ্ধি ২০১১

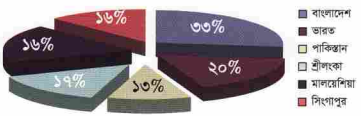

২০১১-২০১২(মার্চ পর্যন্ত) প্রবৃদ্ধি

দেশের নাম	কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি (%)
বাংলাদেশ	২৮
ভারত	৯
পাকিস্তান	২৪
মালয়েশিয়া	৬

কর আদায় প্রবৃদ্ধি ২০১২

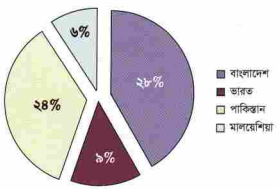

মোট জাতীয় কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধি

প্রত্যক্ষ কর একটি Progressive কর ব্যবস্থা যার মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। আদর্শ কর ব্যবস্থার লক্ষ্য থাকে প্রত্যক্ষ কর থেকে মোট রাজস্বের সিংহভাগ সংগ্রহ করা। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মোট কর রাজস্বের বেশিরভাগ অংশ প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করে।

বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অনুপাত এখনো দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় কম। এশিয়ার কয়েকটি দেশে মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদানের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো-

দেশের নাম	মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান (%)
মালয়েশিয়া	৭৫
ভারত	৫৬
পাকিস্তান	৩৭
বাংলাদেশ	৩০

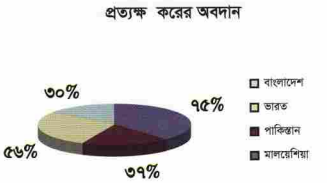

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদর্শ কর ব্যবস্থার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধি করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে রাজস্ব রূপকল্প প্রণয়ন করেছে তাতে ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৫১% করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ-

অর্থ বছর	মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অবদান (%)
১৯৭২-৭৩	৯.৭
১৯৮০-৮১	১৩.৮
১৯৯০-৯১	২০.০
২০০০-০১	১৯.৪
২০১০-১১	২৯.২
২০২০-২১	৫১ (সম্ভাব্য)

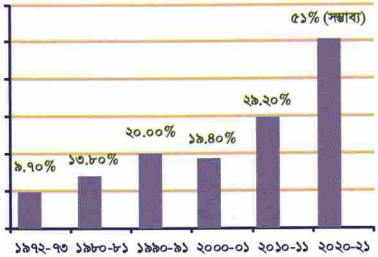

কর স্বেচ্ছা পরিপালন বৃদ্ধি ও আয়কর রিটার্ন দাখিলে রেকর্ড

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্বেচ্ছা পরিপালন (voluntary compliance) বৃদ্ধি করা। করদাতাদের আয়কর রিটার্ণ দাখিল স্বেচ্ছা পরিপালনের অন্যতম সূচক। বিগত কয়েক অর্থবছরে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অর্থবছরের আয়কর রিটার্ণ দাখিলের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো:

কর বর্ষ	আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা (হাজারে)
২০০৮-০৯	৭৪০
২০০৯-১০	৮১৫
২০১০-১১	৮৯০
২০১১-১২	১০৫৬

বিভিন্ন করবর্ষে দাখিলকৃত রিটার্ন সংখ্যা (হাজারে)

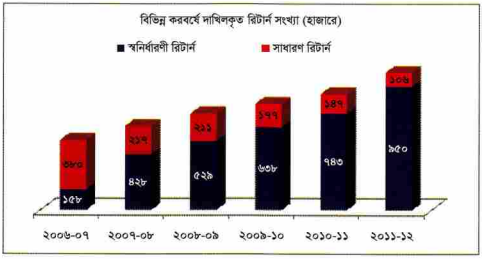

কাঠামোগত সংস্কার ও সম্প্রসারণ

ইতোমধ্যে কর বিভাগের কাঠামোগত সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ করে মাঠ পর্যায়ে অনেক নতুন কর অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে করদাতাগণকে আরো নিবিড়ভাবে কর সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। কর বিভাগ সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো-

অফিস সংক্রান্ত

ক্রমিক	অফিসের নাম	পূর্বের সংখ্যা	সম্প্রসারণ পরবর্তী বর্তমান সংখ্যা	মন্তব্য
১	সার্কেল	৩০৩	৬৪৯	
২	সুপারভাইজারী কার্যালয় (অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনার)	৬৩	১২৭	
৩	কর কমিশনার/প্রশাসনিক কার্যালয় (আঞ্চলিক)	১৮	৩১	
৪	কর আপীল অঞ্চল	৫	৭	
৫	বিভাগীয় প্রতিনিধি (আপীলাত ট্রাইব্যুনাল)	৬	৭	
৬	কর পরিদর্শন পরিদপ্তর	১	১	
৭	বিসিএস (কর) একাডেমী	১	১	প্রস্তাবিত টি.আই.এম.আর.সি প্রতিষ্ঠানটি 'সেল' আকারে সম্প্রসারণ পূর্ববর্তী বি.সি.এস (কর) একাডেমীর অংশ হিসাবে একীভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে বি.সি.এস (কর) একাডেমী পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৮	কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল	১	১	
৯	বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১	১	

জনবল সংক্রান্ত

ক্রমিক	পদের নাম	পূর্বের সংখ্যা	সম্প্রসারণ পরবর্তী বর্তমান সংখ্যা
১	কর কমিশনার/সমমর্যাদা (ক্যাডার)	২৫	৪০
২	অতিরিক্ত কর কমিশনার/সমমর্যাদা (ক্যাডার)	৪৬	৬২
৩	অতিরিক্ত কর কমিশনার/সমমর্যাদা (নন-ক্যাডার)	০	১
৪	যুগ্ম কর কমিশনার/সমমর্যাদা (ক্যাডার)	৫৪	১০৬
৫	যুগ্ম কর কমিশনার/সমমর্যাদা (নন-ক্যাডার)	০	১
৬	উপ কর কমিশনার/সমমর্যাদা (ক্যাডার)	১৪৯	২৬৪
৭	উপ কর কমিশনার/সমমর্যাদা (নন-ক্যাডার)	০	৩
৮	সহকারী কর কমিশনার/সমমর্যাদা (ক্যাডার)	২১৬	৩৯৬
৯	সহকারী কর কমিশনার/সমমর্যাদা (নন-ক্যাডার)	০	৪১
১০	মেডিকেল অফিসার (নন-ক্যাডার)	০	১
১১	২য় শ্রেণীর মোট কর্মচারী	৭১৭	১২৭২
১২	৩য় শ্রেণীর মোট কর্মচারী	২২০৯	৩৯০৮
১৩	৪র্থ শ্রেণীর মোট কর্মচারী	১৯০৮	২৮৩৭
	মোট	৫৩২৪	৮৯৩২

বিগত তিন বছরে কর বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মকচারীদের দেশে ও বিদেশে রেকর্ড সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কর ব্যবস্থাপনায় দারুনভাবে কাজে লাগছে।

এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক নতুন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং অনেক দপ্তরে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

করদাতাদের সেবা-স্বীকৃতি ও উদ্বুদ্ধকরণ

বিগত তিন বছরে কর বিভাগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো এই যে, কর বিভাগ ইতোমধ্যে তার কাজের ধরন তথা 'মাইন্ড সেট' বদলে ফেলেছে। এক সময় কর বিভাগ কর প্রশাসকের ভূমিকা অবলম্বন করে কর আদায় করত যা ইতোমধ্যে কর সেবকের ভূমিকায় পরিবর্তিত হয়েছে। এর সুফল পাচ্ছে দেশের অর্থনীতি, সুফল পাচ্ছেন সম্মানিত করদাতাগণ। করদাতাদের স্বেচ্ছা-পরিপালনের উপর এখন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে করদাতাদের কর-ভীতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে কর বিভাগের প্রতি ভীতিও এখন অনেকাংশেই দূর হয়েছে। করদাতাগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বপ্রণোদিত কর প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে কর বিভাগের সর্বত্র এখন কর-বান্ধব পরিবেশ বিরাজ করছে।

১. জাতীয় আয়কর দিবসঃ

বাংলাদেশে কর প্রদানের সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতীয় আয়কর দিবস পালন করে আসছে। জাতীয় আয়কর দিবস পালনের ফলে করদাতাদের মাঝে করপ্রদানে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি সচেতনতা লক্ষ্যণীয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করে থাকেন। জাতীয় আয়কর দিবসে সারা দেশে বর্ণাঢ্য র‍্যালিসহ আয়কর বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দিবসটিতে সম্মানিত করদাতাগণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জাতীয় আয়কর দিবসে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিটি জেলায় ২ জন দীর্ঘমেয়াদী ও ৩ জন সর্বোচ্চ করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

২. আয়কর মেলাঃ

২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মত ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করে। বাংলাদেশে কর সংস্কৃতির বিকাশে আয়কর মেলা যুগান্তকারী ইতিহাসের সূচনা করেছে। মেলায় করদাতাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে ২০১১ সালে সকল বিভাগীয় শহরের মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১২ সালে আরও ব্যাপক পরিসরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। করমেলায় ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে করদাতাগণ রিটার্ন দাখিল ও টিআইএন গ্রহণের সুযোগ পান। বিগত দু'বছরে আয়কর মেলার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

আয়কর মেলার সন	নতুন টিআইএন ইস্যু	আয়কররিটার্ন দাখিল	আদায়কৃত আয়কর
আয়কর মেলা-২০১০	৫,৬৩৮টি	৫২,২৪০টি	টাঃ ১১৩,২৫,৭২,৮১৩/-
আয়কর মেলা-২০১১	১০,০৪১টি	৬২,২৭২টি	টাঃ ৪১৪,৩৯,১২,৭৫২/-

রিটার্ন গ্রহণ ও টিআইএন প্রদান ছাড়াও করমেলায় প্রতি বছর লক্ষাধিক ব্যক্তি কর বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছেন।

৩. কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রঃ

করদাতাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে একটি করে মোট দু'টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে করদাতাগণ কর বিষয়ক ফরম ও তথ্যকণিকা সংগ্রহ করতে পারেন ও বিভিন্ন উপদেশ নিতে পারেন।

৪. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণাঃ

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বছর জুড়ে আয়কর প্রদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে বিভিন্ন রেডিও ও টিভি চ্যানেলে আয়কর বিষয়ক টক শোর আয়োজন করা হয় যাতে অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তি, আয়কর পেশাজীবি ও কর বিভাগের লোকজন অংশগ্রহণ করেন। প্রিন্ট মিডিয়াতে কর বিষয়ক তথ্য, নির্দেশনা এবং ক্রোড়পত্র প্রচার করা হয়।

৫. ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজনঃ

করদাতাগণকে রিটার্ণ দাখিলের বিষয়ে অবহিত করতে বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়, যেখানে করদাতাগণ কর কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে কর বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

অটোমেশন

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগ যথেষ্ট এগিয়ে আছে। এর কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

১. অনলাইনে আয়কর পরিশোধঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত ২৬ শে মে তারিখে অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে যে কোন করদাতা অত্যন্ত সহজে তাঁর ঘরে বসেই প্রত্যক্ষ কর পরিশোধ করতে পারছেন।

২. অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকল করদাতার জন্যে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং কর অঞ্চল ৮ এর করদাতাগণ অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুবিধা ভোগ করছেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কর অঞ্চলেও অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুবিধা প্রসারিত করা হবে।

৩. ট্যাক্স ক্যালকুলেটর প্রবর্তনঃ

কর বিভাগ একটি ট্যাক্স ক্যালকুলেটর প্রবর্তন করে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে স্থাপন করেছে। এটি ব্যবহার করে একজন করদাতা অতি সহজেই তার করের হিসাব বের করতে পারেন।

৪. ২০১১-২০১২ করবর্ষের সকল আয়কর রিটার্নের তথ্য কম্পিউটার ডেটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ২: অটোমেশনের লক্ষ্যে আয়কর বিভাগ

চিত্র ৩: আয়কর মেলা

চিত্র ৪: বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার চুক্তির সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

বিভিন্ন কর আদায়ে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং কর আদায়কারী ও করদাতার মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর আইনে দ্রুততম সময়ে ও সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনায় সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রচলন

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি বিশ্বের সর্বাধুনিক কর ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে বিগত তিন বছরে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি ব্যবস্থাপনায় রেকর্ড সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১১-১২ করবর্ষে ৯০% এরও বেশি করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিল করেছেন। রিটার্ন দাখিলের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে পূর্ণাংগভাবে স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উন্নত বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রায় শতভাগ রিটার্ন দাখিল করা হয়। উন্নত বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশও পূর্ণাংগ সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি ও শক্তিশালী অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

কর অডিট ব্যবস্থার আমূল সংস্কার

কার্যকর অডিট স্বনির্ধারণী পদ্ধতির সাফল্যের মূল শর্ত। অডিটের উদ্দেশ্য হ'ল আস্থার সম্পর্ক বজায় রেখে করদাতাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া ও তাদেরকে কর বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা, গোপনকৃত আয় উদঘাটন ও রাজস্ব আদায়ে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির অপব্যবহার রোধে চেক এন্ড ব্যালেন্স এর ব্যবস্থা করা। একটি কার্যকর অডিট ব্যবস্থা তিন ধরনের প্রভাবের মাধ্যমে কর পরিপালনে সহায়তা করে:

ক) Direct or Procedural Effect: অডিটের ফলে ফাঁকিকৃত রাজস্ব পুণরুদ্ধার/অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হয়। এটি অডিটের Direct or Procedural Effect;

খ) Demonstrative Effect: যখন কোন একজন করদাতার রিটার্ন অডিট হয় তখন অন্য করদাতার মধ্যে এরূপ বার্তা পৌঁছায় যে তাদের রিটার্নও যে কোন সময় অডিটের জন্য নির্বাচিত হতে পারে। এতে অসাধু করদাতাগণ সতর্ক হন এবং যা ইচ্ছা তা করার অভিলাষ দমন করেন;

গ) Consequential Effect: অডিটের মাধ্যমে করদাতার গোপনকৃত আয়ের উৎস প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে পরবর্তী সময়ে করদাতা নিজেই যথাযথ আয় প্রদর্শন ও আয়কর প্রদানে বাধ্য হন।

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থায় অডিট কার্যক্রম কর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অডিট ব্যবস্থায় উন্নত বিশ্বের অডিট মডেলের আলোকে বাংলাদেশের কর অডিট ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১১ সালে সদস্য (অডিট, ইন্টেলিজেন্স ও ইনভেস্টিগেশন), প্রথম সচিব (অডিট) এবং দুটি দ্বিতীয় সচিবের পদ সৃজন করা হয়েছে। এর ফলে অডিট কার্যক্রমকে গতিশীল, আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অডিট ব্যবস্থার সংস্কারের অন্যান্য বিষয়গুলো নিম্নে সন্নিবেশ করা হলোঃ

কর অডিট পদ্ধতির পরিবর্তন

অডিট পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ডেস্ক অডিট ও ফিল্ড অডিট-এ দু'ধরনের অডিট কৌশলের প্রবর্তন করা হয়েছে।

ডেস্ক অডিট

ডেস্ক অডিট মূলতঃ এক ধরণের গাইডেন্স অডিট। এ অডিটে কর কর্মকর্তাগণ শতভাগ রিটার্ন পরীক্ষা করেন। ডেস্ক অডিটে রিটার্নে প্রদর্শিত আয় নিয়ে কোন প্রশ্ন করা হয় না; করদাতাগণ সঠিক ভাবে মোট আয় ও করদায় হিসাব করলেন কি না, যথাযথ হার প্রয়োগ করলেন কি না, কর রেয়াত ও কর ক্রেডিট হিসাব সঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। কোন ভুল পাওয়া গেলে করদাতাগণকে পত্র দিয়ে ভুলের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করে দেয়া হয়। কর কম পরিশোধিত হলে তা পরিশোধের জন্যও করদাতাগণকে বলা হয়। ডেস্ক অডিট প্রবর্তনের ফলে একদিকে যেমন কম পরিশোধিত কর আদায় হয়, অন্যদিকে করদাতাগণ তাদের ভুলের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করতে পারেন। এতে ভবিষ্যতে ভুলটির আর পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

২০১১-১২ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো ডেস্ক অডিট প্রবর্তিত হয়। এ পর্যন্ত ডেস্ক অডিটের আওতায় ৫,৬১৮ জন করদাতাকে কর রিটার্ণে ভুলের বিষয়ে গাইডেন্স দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডেস্ক অডিটে কম পরিশোধিত রাজস্ব উদঘাটিত হয়েছে ২৫ কোটি টাকার অধিক।

ফিল্ড অডিট

ফিল্ড অডিট ব্যবস্থায় কর কর্মকর্তাগণ করদাতার ব্যবসায়িক প্রাঙ্গনে গিয়ে অডিট করেন। এতে করদাতার আয়ের বিষয়ে অধিকতর ভালো ধারণা পাওয়া যায়। স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থার সাফল্য কার্যকর ফিল্ড অডিট ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আগে অন্যান্য কর অঞ্চলে তদন্ত ও শুনানি-ভিত্তিক কর অডিট ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) ব্যতিত অন্য কোথাও ফিল্ড অডিট ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে সব কর অঞ্চলে ফিল্ড অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মোট চার ধরণের অডিট ফিল্ড অডিট কৌশলের আওতাভুক্তঃ

১. সংক্ষিপ্ত অডিট
২. পূর্ণাংগ অডিট
৩. সেগমেন্ট অডিট
৪. কম্প্রিহেনসিভ অডিট

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে সব কর অঞ্চলে ফিল্ড অডিট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কর পরিপালনে এ অডিট ব্যবস্থার সুফল শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

অডিটের নথি নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার

অডিটের জন্য নথি নির্বাচন ও অডিট পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে 'গ্রুপ ধারণা' বা team concept এর প্রবর্তন করা হয়েছে। রাজস্ব ঝুঁকি সূচকের ভিত্তিতে অডিটযোগ্য নথি নির্বাচনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পনের সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রতিটি সার্কেলের জন্য চার সদস্যের সার্কেল কমিটি গঠিত হয়েছে। পরিদর্শী কর্মকর্তাগণকে অডিটের সাথে আরো সম্পৃক্ত করে অডিট টীম লিডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর কমিশনারগণ অডিটের সার্বিক বিষয় তদারকি করেন।

অডিট সংশ্লিষ্ট কাজে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

অডিট সংশ্লিষ্ট কাজে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০জনেরও অধিক কর্মকর্তা রিটার্ন দাখিল, বাছাই, অডিট পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর মালয়েশিয়াতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া দেশেও নিয়মিতভাবে অডিট, ব্যাংকিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

কর ফাঁকি রোধ ও গোয়েন্দা কার্যক্রম

কর ফাঁকি উদঘাটন ও তদন্ত করে কর পরিপালন বৃদ্ধির জন্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) কাজ করছে। সিআইসি স্পর্শকাতর কর ফাঁকির মামলা সহ সেক্টর ভিত্তিক কর ফাঁকি দক্ষতার সাথে তদন্ত করছে। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্সও কর ফাঁকি তদন্তের কাজ করছে।

কর ফাঁকি ও জালিয়াতি রোধে সিআইসি ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর ফাঁকি উদঘাটন ও ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায়ে গত তিন বছরে সিআইসির সাফল্যের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো-

অর্থ বছর	উদঘাটিত কর ফাঁকির পরিমাণ (কোটি টাকা)	আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০৯ - ২০১০	১৬৩.৮০	৫৬.৩৫
২০১০ - ২০১১	১৩৪.০৪	১০৩.০৫
২০১১ - ২০১২	১৯৯.১১	১৫২.১২

কম্পিউটার ফরেনসিক ল্যাব

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে লেনদেন ও কর ফাঁকির ধরন বদলাচ্ছে। করদাতাদের অনেকেই এখন সনাতনি paper-based রেকর্ডের পরিবর্তে digital রেকর্ড সংরক্ষণ করছেন। e-Transaction বাড়ছে, সে সাথে বাড়ছে paperless অফিসের সংখ্যা। ফলে সনাতনী গোয়েন্দা ও তদন্ত কার্যক্রমের কার্যকারিতা হুমকির মুখে পড়ছে।

গোয়েন্দা ও তদন্ত কাজের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে DFID এর অর্থায়নে বিশ্বের সর্বাধুনিক কম্পিউটার ফরেনসিক সুবিধা সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ল্যাবের যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সংগ্রহের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ এর মধ্যে কম্পিউটার ফরেনসিক ল্যাব কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

কম্পিউটার ফরেনসিক ল্যাব চালু হলে data mining, transaction tracking, evidencing, জালিয়াতি সনাক্তকরণ সহ ডিজিটাল ডেটা ফরেনসিক কাজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জন করবে। এতে কর ফাঁকি উদঘাটন সহজ হবে এবং কর পরিপালনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

কর ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট তথ্য। তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিম্নে তার উল্লেখ করা হলোঃ

কর জরীপ

বিগত বছর গুলোতে বিভিন্ন কর অঞ্চলে সমন্বিত ও পৃথক জরীপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া কর জরীপ অঞ্চল নিয়মিত জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব জরীপে মোট ৭ লক্ষ তথ্য (survey abstract) সংগৃহীত হয়েছে। এসব তথ্য থেকে ইতোমধ্যে প্রায় দু'লক্ষ নতুন করদাতা সনাক্ত হয়েছে। এসব করদাতাকে কর নেট ভুক্ত করার কাজ চলছে।

স্পট এসেসমেন্ট

মাঠ পর্যায়ে করদাতা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক ভাবে কর নির্ধারণ করা স্পট এসেসমেন্টের মূল বৈশিষ্ট্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত তিন বছরে স্পট এসেসমেন্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করদাতাকে করনেটের আওতায় এনেছে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (central processing center) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিপিসিতে বিআরটিএ, নির্বাচন কমিশন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের ডেটাবেইজ থেকে তথ্যসংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। সকল কর অঞ্চল/সেল/ইউনিট উক্ত সিপিসির সাথে সংযুক্ত থাকবে।

আন্তর্জাতিক কর বিভাগ

আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি ও পরিহার মোকাবেলা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কর বিষয়ক তথ্য বিনিময় এবং দ্বৈতকর পরিহার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১১ সালে সদস্য (ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেস), প্রথম সচিব (ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেস) ও একাধিক দ্বিতীয় সচিবের পদ সৃজন করেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক কর বিষয়ক বিভিন্ন কার্যকর্মে আরো গতিশীলতা এসেছে।

আন্তর্জাতিক কর বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহে বিগত তিন বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো:

ট্রান্সফার প্রাইসিং ব্যবস্থার প্রবর্তন

ট্রান্সফার প্রাইসিং এর অপব্যহারের মাধ্যমে সংঘটিত আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি ও কর পরিহার মোকাবেলার জন্য ২০১২ সালে ট্রান্সফার প্রাইসিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল গঠিত হয়েছে। ট্রান্সফার প্রাইসিংসহ আন্তর্জাতিক কর বিষয়ে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এন্টি মানি লন্ডারিং টাস্কফোর্স

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও কর অপরাধ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সদস্য (ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেস) এর অধীনে একটি ট্রান্সফার প্রাইসিং এন্ড এন্টি মানিলন্ডারিং টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এর ফলে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরো কার্যকর অংশগ্রহণ সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি/ সমঝোতা স্মারক

আন্তর্জাতিক কর তথ্য বিনিময় ও দ্বৈতকর পরিহার বিষয়ে বিগত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যার তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

১. বাংলাদেশ ও মায়ানমার এর মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তির অনুসমর্থন।
২. বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তির অনুসমর্থন।
৩. বাংলাদেশ ও সৌদি আরব এর মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তির অনুসমর্থন।
৪. বাংলাদেশ ও মরিশাস এর মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তির অনুসমর্থন।

কর নীতির সংস্কার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত কয়েক বছরের কর নীতি সংস্কারে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপঃ

১. অনানুষ্ঠানিক (informal) অর্থনীতিকে নিরুৎসাহিত করা: কর আইনে পরিবর্তন এনে অনানুষ্ঠানিক (informal) অর্থনীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। লেনদেনের পরিমানকটি একটি নির্দিষ্ট অংক অতিক্রম করলে তা ব্যাংকিং বা formal চ্যানেলে করার বিধান কর আইনে রাখা হয়েছে। এর ফলে কর ফাঁকি রোধের পাশাপাশি ব্যাকিং খাত সহ দেশের অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক খাত শক্তিশালী হবে।

২. কর পরিপালন সহজীকরণঃ স্বনির্ধারনী পদ্ধতিকে শর্তমুক্ত ও সহজীকরণ করা হয়েছে। কর পরিপালন সহজ করে কর ব্যবস্থার সহজীকরন নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে কর পরিপালন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বান্ধব করনীতিঃ কর অবকাশ ব্যবস্থার যৌক্তিকীকরণ, কর হার পুনঃবিন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে কর ব্যবস্থাকে উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বান্ধব করা হয়েছে।

৪. সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করাঃ কর আইনে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। একদিকে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো, সিএসআরের ক্ষেত্রে কর রেয়াত প্রদান বা বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ মূলক খাতে অনুদানের উপর কর সুবিধার বিধান করার মাধ্যমে সমাজের কম সুবিধাভোগী মানুষদের কর সুবিধা দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে নীট পরিসম্পদের পরিমান একটি নির্দিষ্ট অংক অতিক্রম করলে সম্পদ সারচার্জ আরোপ করা, উচ্চ মূল্যের বাড়ি বা গাড়ি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রগ্রেসিভ হারে কর আরোপ ইত্যাদির মাধ্যমে অধিক সুবিধাভোগী মানুষদের নিকট থেকে বেশি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫. কর ফাঁকির ক্ষেত্র সংকোচনঃ কর আইনে উপযুক্ত পরিবর্তন এনে কাল্পনিক ও ভুয়া লেনদেনের ক্ষেত্র সংকুচিত করা, ন্যূনতম কর দায়ের বিধান প্রবর্তন, উৎসে কর কর্তনের পরিধি সম্প্রসারণ, নির্দিষ্ট সেবা গ্রহণে কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত বিধান কঠোর করা ইত্যাদির মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে সৎ করদাতাগণ উৎসাহিত হবেন এবং কর ব্যবস্থার ন্যায্যতা (fairness) বৃদ্ধি পাবে।

৬. উৎসে কর কর্তনের পরিধি বৃদ্ধিঃ উৎসে কর কর্তনের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে কর আহরণ বেড়েছে।

কর আইনে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধান সংযোজন

অর্থ আইন ২০১২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কর আইনে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধান সংযোজন করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় দেশ হিসাবে (ভারত ২০০১ সালে এবং শ্রীলংকা ২০০৮ সালে) ট্রান্সফার প্রাইসিং এর অপব্যবহার রোধের সক্ষমতা অর্জন করলো। ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধান সংযোজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কর অংগনের সর্বাধুনিক ধারনাটিও বাংলাদেশের আয়কর আইনে সংযোজিত হলো এবং বাংলাদেশের আয়কর আইন সর্বতোভাবে বিশ্বমানে উন্নীত হলো।

প্রত্যক্ষ কর আইন যুগোপযোগীকরণ: The Direct Tax Code, 2012

সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে পরামর্শক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ কে যুগোপযুগী করে The Direct Tax Code, 2012 খসড়া প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। সকলের পরামর্শ প্রদানের সুবিধার্থে The Direct Tax Code এর একটি খসড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে দেয়া আছে। আশা করা যায়, আগামী বাজেটে তা মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা যাবে।

কর সেবার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে কর আইনজীবি নিবন্ধন

কর পরিপালন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় করদাতার সংখ্যা বাড়ছে। কর বিভাগের কাঠামোগত সম্প্রসারণের ফলে কর বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে। ফলে মাঠ (জেলা ও উপজেলা) পর্যায়েও অনেক নতুন করদাতার করনেটে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। করদাতার সংখ্যা বাড়ার সংগে কর উপদেশ গ্রহণের চাহিদা বাড়লেও কর আইনজীবির সংখ্যা সে হারে বাড়েনি। এদিকে লক্ষ্য রেখে ২০১২ সালে চার হাজারেরও অধিক নতুন কর আইনজীবি নিবন্ধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব কর আইনজীবিগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর উপদেশ প্রদান করবেন।

কর আইনজীবি নিবন্ধনের এ উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন কয়েক হাজার লোক কর আইনজীবি হিসাবে self-employed হবেন, অন্যদিকে দেশের সকল অঞ্চলের করদাতাগণও সহজে ও স্বল্প খরচে কর উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেন, যা কর পরিপালনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

কর বিভাগের সাফল্যের স্বীকৃতি

১. বিবিসিসহ দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমেঃ

বিগত বৎসরগুলোতে বাংলাদেশের কর বিভাগের ভূয়সী প্রশংসা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বিবিসি-তে প্রকাশিত একটি সংবাদ উল্লেখ করা হল-

BBC Mobile

News | Sport | Weather | Travel | TV

NEWS SOUTH ASIA

Home UK Africa Asia-Pac Europe Latin America Mid-East South Asia US & Canada Business Healt

2 October 2010 Last updated at 01:39 GMT

Amazing success of Bangladesh's tax 'funfairs'

Two special fairs held this week in Bangladesh have proved hugely popular, but they are not for thrill-seekers.

The people who have voluntarily queued for hours at the events want to start paying income tax - in a country where hardly anyone ever does.

And the revenue-starved authorities are stunned by the idea's success, finds the BBC's Ethirajan Anbarasan in Dhaka.

People voluntarily queued for hours at the income tax funfairs to pay up, many for the first time

It was a not-so-fun-sounding fair, but the response was overwhelming.

In a country where fewer than 2% of the people pay income tax, it was a pleasant surprise for the National Board of Revenue (NBR), which

Done

২. সিংগাপুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থার জরীপ ঃ

সিংগাপুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা VRIENS & PARTNERS PTE LTD কর্তৃক ২০১১ সালের পরিচালিত জরীপে কর সেবার মানদন্ডে বাংলাদেশ এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বাদশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। কর পরিবেশ, কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা, কর আহরণ, করের হার ইত্যাদি মানদন্ডে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ-

দেশের নাম	স্কোর	অবস্থান
বাংলাদেশ	৫২.০	প্রথম
ভারত	৪৬.৪	দ্বিতীয়
শ্রীলংকা	৪২.২	তৃতীয়

তিন বছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ কর বিভাগের অগ্রগতি নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখে। অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আয়কর দিবস ২০১০ এর আলোকচিত্র

আয়কর মেলার আলোকচিত্র

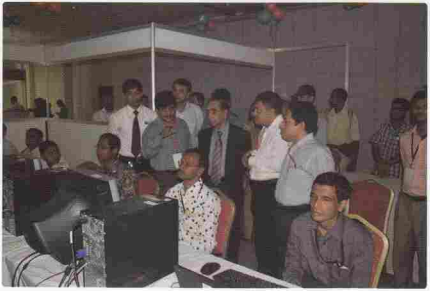

আয়কর মেলার আলোকচিত্র

বিগত তিন অর্থবছরের (২০০৯ থেকে ২০১২) শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করের অবদান

১. রাজস্ব আদায় ও কর-জিডিপি'র হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর এর অবদান
২. শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের দপ্তর ও জনবলের সম্প্রসারণ: কম খরচে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়
৩. মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সাফল্য
   ক. মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা: Modernization of VAT Environment (MOVE) কার্যক্রম
   খ. বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তি (Alternative Dispute Resolution -ADR) কার্যক্রম এর সূচনা
   গ. করদাতা ও ব্যবসা বান্ধব নতুন মূসক আইন এর খসড়া সংসদে উপস্থাপন
   ঘ. মূসক প্রদানে উৎসাহ প্রদানে জাতীয় মূসক দিবস ও সপ্তাহ পালন, সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান
   ঙ. গবেষণার মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের উপর যুগোপযোগী করনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মূসক অনুবিভাগের অধীন Tobacco Tax Cell গঠণ
৪. শুল্ক বিভাগে সাম্প্রতিক অটোমেশন কার্যক্রম:
   - চট্টগ্রাম ও ঢাকা কাস্টম হাউস - এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য প্রসেস অটোমেশন
   - বন্ড কমিশনারেট: ওয়্যারহাউস ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

- বাংলাদেশ কাস্টমস ও World Customs Organization (WCO): আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন
- World Customs Organization এর মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর
- কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক সর্বোচ্চ শুল্ক-কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান
- কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক চোরাচালান নিরোধ অভিযান
- শুল্ক অনুবিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি শাখা কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিসমূহ
  - সেফ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে সম্মতিপত্র স্বাক্ষর
  - Revised Kyoto Convention আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণে সম্মতি
  - WCO কলম্বাস প্রোগ্রাম
  - বাংলাদেশ - ভারত জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস এর সভা
  - বাংলাদেশ - তুরস্ক শুল্ক সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর
  - ডি-৮ শুল্ক সহযোগিতা চুক্তি অনুমোদন

১. রাজস্ব আদায় ও কর-জিডিপি'র হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের অবদান

দেশের রাজস্ব প্রাপ্তির একক বৃহত্তম খাত হচ্ছে পরোক্ষ কর, যা আমদানি শুল্ক ও মূসক আদায়ের মাধ্যমে আহরিত হয়। বিগত তিন অর্থবছরে শুল্ক ও মূসক বিভাগের রাজস্ব আদায় এ প্রবৃদ্ধির হার ৪৭%। প্রতি বছরই শুল্ক ও মূসক দু'খাতেই আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে মূসক ব্যবস্থায় কর এর বিস্তৃতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক হার হ্রাস পাবার পরও সঠিক শুল্ক মূল্য নির্ধারণ ও শুল্ক হার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে এ প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। কর-জিডিপি এর অনুপাত বৃদ্ধিতেও শুল্ক ও মূসক এর অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন পরিকল্পনার আওতায় রাজস্ব ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ে কর্ম পদ্ধতির সংস্কার ও তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যতেও রাজস্ব আদায় আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ২০১৬ সাল নাগাদ কর-জিডিপি এর অনুপাত ১৩ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

ক. বিগত তিন অর্থবছরে আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, অবগারী শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক আদায় বৃদ্ধির পরিমাণ এবং এর বার চার্ট, পাই চার্ট বিশ্লেষণ

সারণি ১.১: ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের খাতভিত্তিক শুল্ক ও মূসক আদায়ের বিবরণী

(সংখ্যা সমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ		২০০৯-১০ অর্থবছর		২০১০-১১ অর্থবছর		২০১১-১২ অর্থবছর		২০১১-১২ অর্থবছর এ সর্বমোট আদায়ের %
			লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	
(১)	(২)		(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	
শুল্ক	আমদানি শুল্ক		১০৪৩০	৮৯৯৭	১০৮৮৮	১১৫৭৭	১২৬২২	১৩৩৬০	
	মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)		১০২০০	১০৬৫১	১১৮৫০	১২৩৫৮	১৩৭৯৯	১৩৩৭৮	
	সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)		২৬০৬	৩২০৩	৩৭৭০	৩৯৯৬	৪৪২০	৪৩৭০	
	রপ্তানী শুল্ক		০	০	২৭	২৯	৩৫	৩৯	
উপ-মোটঃ			২৩২৩৬	২২৮৫১	২৬৫৩৫	২৭৯৬০	৩০৮৭৬	৩১১৪৭	৩৩.০২%
মূসক	আবগারী শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)		২৬১	৩৪৭	২৭৫	৪৮৬	৪৫০	৬৫৯	
	মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)		১২৫৮৯	১৩৮১৭	১৬৪১৮	১৭৮৩৩	২০৩১০	২১৮৭০	
	সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)		৭৮৭৯	৭৫৯৩	৯৭৮৪	৯৭০১	১২১৯৭	১১৯১৫	
	টার্ণ ওভার ট্যাক্স		৬	৫	৬	৪	৫	৩	
উপ-মোটঃ			২০৭৩৫	২১৭৬২	২৬৪৮৩	২৮০২৪	৩২৯৬২	৩৪৪৪৮	৩৬.৫২%
আয়কর ও অন্যান্য	আয়কর		১৬৫৬০	১৭০৪২	২২১০৫	২৩০০৮	২৭৮৬১	২৮২৬২	
	অন্যান্য কর ও শুল্ক	ক) ভ্রমণ কর	৪৬৮	৩৮৬	৪৭৭	৪১২	৬৭১	৪৭৪	
		অন্যান্য	১	০	০	০	০	০	
উপ-মোটঃ			৪৬৯	৩৮৬	৪৭৭	৪১২	৬৭১	৪৭৪	
প্রত্যক্ষ করের মোটঃ			১৭০২৯	১৭৪২৮	২২৫৮২	২৩৪২০	২৮৫৩২	২৮৭৩৬	
সর্বমোট			৬১০০০	৬২০৪২	৭৫৬০০	৭৯৪০৩	৯২৩৭০	৯৪৩৩১	১০০%

শুল্ক ও মূসক খাত থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মোট ৬৫,৫৯৫ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট আদায়ের ৭০%।

সারণি ১.২: ২০১১-১২ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ে শুল্ক এবং মূসক বিভাগের এর মোট অবদান

রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১১-১২ অর্থবছর সর্বমোট আদায়ের (%)
শুল্ক ও মূসক	৬৯.৫৪
আয়কর ও অন্যান্য	৩০.৪৬
সর্বমোট	১০০.০০

লেখচিত্র ১.১: ২০১১-১২ অর্থবছরের সর্বমোট রাজস্ব আদায়ে শুল্ক ও মূসক এর অবদান

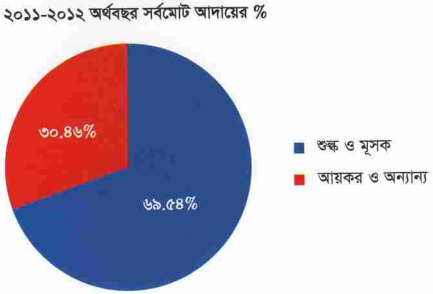

খ. কর-জিডিপি'র হার বৃদ্ধিতে শুল্ক ও মূসক অনুবিভাগের অবদান

বিগত তিন বছরে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতে শুল্ক ও মূসক বিভাগের অবদান প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১.৩: কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর এর অবদান

অর্থবছর	শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর - জিডিপি অনুপাত (%)
২০০৮-২০০৯	৬.০৯
২০০৯-২০১০	৬.১৮
২০১০-২০১১	৬.৮৪
২০১১-২০১২	৭.০২

সূত্র: Bangladesh Economic Review 2012, Finance Division, Ministry of Finance

লেখচিত্র ১.২: কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর এর অবদান

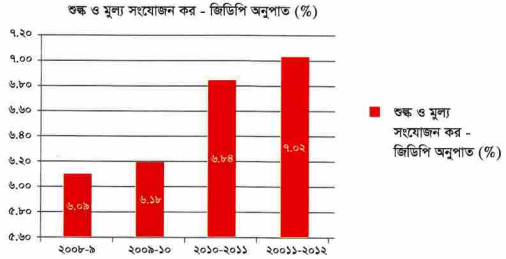

২. শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের দপ্তর ও জনবলের সম্প্রসারণ: কম খরচে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়

ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও মাঠ পর্যায়ে শুল্ক ও মূসক ব্যবস্থায় অনুমোদিত পদ ও দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করে দেশকে বর্হিবিশ্বে একটি জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়ার নিমিত্ত একটি দক্ষ মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১১ সালে শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করায় শুল্ক, আবগারী ও মূসক বিভাগের বর্তমান মোট পদের সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

সারণি ১.৪: শুল্ক, আবগারী ও মূসক বিভাগের বর্তমান জনবল (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যতীত)

ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান পদ	নবসৃষ্ট অতিরিক্ত পদ সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
১।	প্রথম শ্রেণী (ক্যাডার)	২১৪	৩১৭	৫৩১
২।	প্রথম শ্রেণী (নন-ক্যাডার)	৫০৬	৪২৭	৯৩৩
৩।	দ্বিতীয় শ্রেণী	২১৬৮	২৫০০	৪৬৬৮
৪।	তৃতীয় শ্রেণী	৪১৫৭	১৬২৮	৫৭৮৫
৫।	চর্তুথ শ্রেণী	৩৭৪	৩৬৯	৭৪৩
	মোট পদ =	৭,৪১৯	৫,২৪১	১২,৬৬০

সারণি ১.৫: এক নজরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ে কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের সম্প্রসারণ (কমিশনারেট পর্যায়)

কমিশনারেট পর্যায়ের দপ্তর	বিদ্যমান দপ্তর সংখ্যা	নবসৃষ্ট দপ্তর সংখ্যা	মোট দপ্তর সংখ্যা
শুল্ক ভবন	০৫	০২	০৬*
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট	০১	০১	০২
কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট	০৮	০৪	১২
কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, আপীল কমিশনারেট	০১	০৩	০৪
অধিদপ্তর/সমমানের অফিস	০৫	০০	০৫
মোট	২০	১০	২৯*

* বিদ্যমান শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম (আমদানি) ও শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম (রপ্তানি) একীভূত হওয়ায় শুল্ক ভবন এর সংখ্যা ০১টি কমবে

৩. মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

ক. মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা: Modernization of VAT Environment (MOVE) কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় করদাতার দাখিলপত্র তাঁর করদায়িতা নির্ধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রতিটি করদাতার দাখিলপত্র পর্যালোচনা করা জরুরী। তবে বর্তমানে মূসক প্রশাসনের পক্ষে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে দাখিলপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। দাখিলপত্র পরীক্ষা করা সম্ভব না হওয়ায় অডিটের জন্যও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে কোনো ধরনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের (প্রায় ৬.৩৬ লক্ষ) মাত্র ১৫% বা তার চেয়েও কম প্রতিষ্ঠান দাখিলপত্র জমা দেয় বলে ধারণা করা হয়। এটি মূসক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রথম অন্তরায়। বর্তমান জনবল এবং দক্ষতায় এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা মোটেও সম্ভব নয়। তার চেয়েও বড় বিষয় হলো কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান দাখিলপত্র জমা দিচ্ছে না তা বের করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমানে অধিকাংশ করদাতা অনলাইনে সেবা পেতে চাইলেও মূসক প্রশাসনের নিজস্ব কোন ওয়েবসাইট ছিল না। এনবিআরের সাইটটি করদাতার চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয় বলে প্রমাণিত। অনলাইনে দাখিলপত্র জমা ও মূসক নিবন্ধন প্রদান আইটি পলিসি অনুযায়ী সরকার ও বোর্ডের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অঙ্গীকার।

সে প্রেক্ষাপটে মূসক অনুবিভাগ হতে সরকারী বাজেটে ক্ষুদ্র পরিসরে Modernization of VAT Environment (MOVE) কার্যক্রমটি হাতে নেয়া হয়। আর্থিক পরিসীমায় এটি বোর্ডের সবচেয়ে ক্ষুদ্র কার্যক্রম হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখ্য, এটি বিদেশি সহায়তা ব্যতীত মূসক অনুবিভাগের নিজস্ব প্রচেষ্টায় গৃহীত একমাত্র অটোমেশন কার্যক্রম।

কার্যক্রম হতে প্রাপ্য সুবিধাসমূহ: কার্যক্রমটি হতে বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যাবে। এর মধ্যে কিছু সুবিধাকে আর্থিক মানদন্ডে বিচার করা যাবে। কিছু সুবিধাকে আবার তাৎক্ষণিকভাবে আর্থিক মানদন্ডে পরিমাপ করা যাবে না। কিন্তু দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাপ্য সুবিধাসমূহের মধ্যে কিছু স্বল্প মেয়াদে আবার কিছু সুবিধা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদে পাওয়া যাবে। সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ:

(১) স্বল্পমেয়াদী সুবিধাসমূহ (১ বছর মেয়াদে):

(ক) অনলাইন মূসক নিবন্ধন পদ্ধতি কার্যকরভাবে চালু হবে। এতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের cost of doing business এবং time of starting business হ্রাস পাবে।

(খ) অনলাইন মূসক রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু হবে। এতে দাখিলপত্র জমার হার বৃদ্ধি পাবে। ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। অনলাইন মূসক নিবন্ধন ও অনলাইন মূসক রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালুর বিষয়ে সরকার আইসিটি পলিসি ২০০৯ ও বাজেট ২০১০ এর মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে তার বাস্তবায়ন হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যে রূপকল্প সরকার প্রদান করেছে তার গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধাপ বাস্তবায়িত হবে।

(গ) অনলাইন মূসক নিবন্ধন ও অনলাইন মূসক রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের cost of doing business এবং time of starting business হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে এ খাতে বিদ্যমান দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

(ঘ) নির্ভুল রাজস্ব ডাটাবেইজ তৈরি হবে যার ওপর ভিত্তি করে অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা যাবে।

(ঙ) নির্ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সঠিক এমআইএস রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

(২) মধ্যমেয়াদী সুবিধাসমূহ (১-২ বছর মেয়াদে):

(ক) রিটার্ন ডাটা এন্ট্রির ফলে একটি নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ তৈরি হবে। অপর দিকে অস্তিত্বহীন (non-existent) বা অপরিপালক (non-compliant) প্রতিষ্ঠান চিহ্নত করে নিবন্ধন বাতিল করা যাবে।

(খ) অন্যান্য Stakeholder -দের সাথে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা যাবে। এতে কাস্টমস, আয়কর, ব্যাংক, বীমা, নির্বাচন কমিশন, আরজেএসসি, সিসিআইএন্ডই, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি রেগুলেটরি এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপনের ভিত্তি তৈরি হবে।

(গ) এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তৈরী করা ডাটা সেন্টার এবং এনবিআর নেটওয়ার্কের মাধমে অন্যান্য Stakeholder-দের সাথে তথ্য আদান প্রদান করা যাবে। ফলে রাজস্ব ফাঁকি অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

(৩) দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাসমূহ (২-৫ বছর মেয়াদে):

- ই-পেমেন্ট, ই-গভর্নমেন্ট ইত্যাদি সেবাসহ মূসক প্রশাসনে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের কার্যকর ক্ষেত্র তৈরি হবে।
- ডিজিটাল এনবিআর রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে।

খ. বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (Alternative Dispute Resolution -ADR) **কার্যক্রম এর সূচনা**

শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব মামলার কারণে আটকে থাকার প্রেক্ষাপটে অর্থ আইন ২০১১ এর মাধ্যমে The Customs Act ১৯৬৯ ও মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ তে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিধান কার্যকর করণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী ২০১২ মাসে মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক বিভাগের জন্য আদালাভাবে ২টি বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি বিধিমালা জারী করা হয়।

ক) ১ মার্চ ২০১২ হতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), বৃহৎ করদাতা ইউনিট - মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা এবং কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রামে করদাতা বনাম শুল্ক ও মূসক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৃষ্ট কর বিরোধ বা উদ্ভূত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়।

খ) ১ জুলাই ২০১২ হতে দেশের সকল কাস্টম হাউজ ও মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এর ফলে শুল্ক ও মূসক বিভাগের সাথে করদাতাদের সৃষ্ট অনিস্পন্ন বিপুল সংখ্যক মামলা এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিস্পত্তি করে অনাদায়ী রাজস্ব আহরণ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি দ্রুত নিস্পত্তির আইনী বাধ্যবাধকতা থাকায় Alternative Dispute Resolution পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে করদাতা বান্ধব পরিবেশ মর্মে আশা করা যায়।

গ. করদাতা ও ব্যবসা বান্ধব নতুন মূসক আইন এর খসড়া সংসদে উপস্থাপন

বর্তমান আইনের সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা দূর করে এবং চলমান বিশ্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে, যা বর্তমানে জাতীয় সংসদে বিবেচনাধীন আছে। নতুন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

(১) অব্যাহতিযোগ্য পণ্য ও সেবার তালিকা সংকোচন ও অব্যাহতি খাত ব্যতীত অন্য যেকোন খাতের যে কোন পর্যায়ের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে করযোগ্য করার প্রস্তাব প্রদানপূর্বক করভিত্তি সম্প্রসারণ;

(২) করযোগ্য সকল সরবরাহের লেনদেনের ক্ষেত্রে একই হার (১৫% মূসক) আরোপের প্রস্তাব;

(৩) করযোগ্য পণ্য ও সেবার সরবরাহের সকল ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্যের (transaction value) উপর কর নিরূপণ ও কর চালানপত্র প্রদান;

(৪) করের পৌনঃপুনিকতা (cascading) হ্রাসকল্পে পণ্য/সেবা সরবরাহের ব্যবহার্য উপকরণ এর ভিত্তি সম্প্রসারণ ও প্রদেয় কর নিরূপণ এবং উপকরণ কর রেয়াত সংশ্লিষ্ট বিধানে স্পষ্টীকরণ;

(৫) প্রদেয় করের সমর্থনে অগ্রিম অর্থ জমার পরিবর্তে কর মেয়াদ শেষে রিটার্ণ দাখিলের সময়/পরে প্রদানের বিধান;

(৬) একই (১৫%) হারের মূসক (regressivity) নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে শুধু সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত ও বিলাস সামগ্রীর উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

(৭) অনলাইনে রিটার্ণ দাখিল, কর প্রদান ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেনের বিধান;

(৮) সরকারের প্রাপ্য কর যথাসময়ে না দিলে সুদ/দন্ডসহ আদায় এবং করদাতার নিকট ফেরতযোগ্য কর পরিশোধের স্পষ্ট বিধান;

(৯) বর্তমান মূসক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তে Function ভিত্তিতে কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সাজানো ও পরিচালনা;

(১০) বিরোধ নিস্পত্তির বিধান ব্যাপকতর ও সহজতর করা এবং

(১১) কর ফাঁকির শাস্তি যুক্তি সংগতকরণ।

ঘ. মূসক প্রদানে উৎসাহ প্রদানে জাতীয় মূসক দিবস ও সপ্তাহ পালন, সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান

স্বেচ্ছা পরিপালন সংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশই বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি কর প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। করদাতার স্বেচ্ছা পরিপালন সংস্কৃতি বিকাশের উদ্দেশ্যে এবং কর প্রশাসনের কর্মকতাদের মধ্যে সেবার মানসিকতা তৈরি, সর্বোপরি মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে দেশব্যাপী মূসক দিবস ও মূসক সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মূল্য সংযোজন কর আইনের বিবর্তন এবং একই সালের ১০ জুলাই থেকে এ আইন কার্যকর হয়। এই গুরুত্ব অনুধাবন করে ১০ জুলাইকে জাতীয় মূসক দিবস এবং ১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূসকের অবদানসহ মূসক প্রদানে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে মূসক দিবস ও সপ্তাহে দেশব্যাপী র‍্যালী, আলোচনা সভা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মূসক দিবস এর তথ্য প্রচার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

চিত্র ১.১: জাতীয় মূসক দিবস ২০১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চত্বর থেকে র‍্যালী বের করা হয়

চিত্র ১.২: জাতীয় মূসক দিবস ২০১২ এর শুভ উদ্বোধন

Tobacco Tax Cell **গঠনের উদ্দেশ্য:**

- গবেষণাভিত্তিক কর নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন
- তামাকজাত দ্রব্যের হালনাগাদ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ (রাজস্ব আয়, উৎপাদন, বিক্রয়)
- তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ
- নিয়মিত বাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শুল্ক-কর ফাঁকি রোধ
- গবেষণা কার্যাবলী সম্পাদন এবং প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন
- তামাকের ব্যবহার ও চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে তামাকজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

চলতি কার্যক্রম:

- বিড়ি শিল্পের ওপর পরিচালিত গবেষণায় বিড়ি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা; বার্ষিক প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ (আয়কর, মূসক, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক); বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা; রাজস্বের ওপর প্রভাব এবং বিড়ি শিল্প থেকে ঝরে যাওয়া শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হবে। গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল আমাদের দেশের বিড়ি শিল্প খাতে করনীতি প্রণয়ন ছাড়াও শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, ঋণনীতি, কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদিতে informed decision নিতে সহায়ক হবে।
- TTC বর্তমানে তামাক পণ্য উৎপাদন এবং রাজস্ব আদায়ের উপর মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করছে।
- Tax-Sim-Model-এর মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ এবং অধিকতর কর আদায়ের নিমিত্তে তথ্য সংগ্রহ করছে।
- তামাকজাত দ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমনঃ উৎপাদন, শ্রমিক সংখ্যা, পণ্যের ধরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করছে।
- তামাক খাতে কি পরিমাণ কর আদায় হচ্ছে, উৎপাদিত তামাকের ধরন, শুল্ক ফাঁকির বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে।

৪. শুল্ক বিভাগে সাম্প্রতিক অটোমেশন কার্যক্রম:

চট্টগ্রাম ও ঢাকা কাস্টম হাউস - এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য প্রসেস অটোমেশন

বাংলাদেশের দুটি প্রধান কাস্টম হাউজে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) বিগত তিন অর্থবছরে অটোমেশনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে -

(ক) শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাসগণ সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘন্টা অনলাইনে কার্গো মেনিফেস্ট দাখিল করতে পারেন। শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট স্টোকহোল্ডারগণ যে কোন সময় যে কোন স্থানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেনিফেষ্ট ডাটার কাংখিত তথ্য পেতে পারেন। আমদানিকারক বা সি এন্ড এফ এজেন্টগণ আমদানিকৃত কার্গোসমূহের আগমন, অবস্থান ও সর্বশেষ অবস্থার তথ্য শিপিং কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ না করেই অনলাইনে সংগ্রহ করতে পারেন।

(খ) আমদানি পণ্য খালাস নিমিত্তে সি এন্ড এফ এজেন্ট সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘন্টা অনলাইনে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করতে পারেন, যা বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক মেনিফেষ্টের সাথে সমন্বিত থাকার ফলে মিথ্যা ঘোষণার সুযোগ রহিত হয়েছে।

(গ) পি এস আই সংস্থার ইস্যুকৃত আমদানি পণ্যের প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন সনদ (CRF) অনলাইনে দাখিলের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

(ঘ) সি এন্ড এফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্টের লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

(ঙ) পণ্যের খালাস পর্যবেক্ষণ, শুল্ক অপরিশোধিত পণ্য চালান, অখালাসকৃত পণ্য চালানে অবস্থান ও পরিস্থিতি নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়নের জন্য বন্দর গেট সমূহে ড্যাশবোর্ড ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে।

(চ) শুল্ক কর পরিশোধের জন্য ই-পেমেন্ট (e-payment) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(ছ) বন্ড কমিশনারেট-এর ওয়্যারহাউস ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কাস্টমস ও World Customs Organization (WCO): আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শুল্ক প্রশাসনের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা World Customs Organization (WCO) এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের শুল্ক বিভাগ প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করে। ২০১২ তে এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, "সীমান্ত রেখায় বিভাজন, শুল্ক সেতুবন্ধন" (Boders Divide, Customs Connects)। WCO এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কাস্টমস তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, মানবসম্পদ ও কর্মপদ্ধতির উন্নয়নে এ দেশের উপযোগী ও কার্যকর কর্মকৌশল নির্ধারণে সংস্থাটির সহযোগিতা লাভ করে থাকে।

চিত্র ১.৪: শুল্ক বিভাগ কর্তৃক আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১২ উদযাপনে আয়োজিত সেমিনার

World Customs Organization এর মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর

WCO এর মহাসচিব জনাব কুনিও মিকুরিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে গত ২০-২১ জুলাই ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী - এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে WCO এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ জোরদারকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া "শুল্ক বিভাগ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় : অংশিদারিত্বে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক এক সেমিনারে জনাব মিকুরিয়া অংশগ্রহণ করেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সদস্য (শুল্ক) জনাব হোসাইন আহমেদ।

চিত্র ১.৫: "শুল্ক বিভাগ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় : অংশিদারিত্বে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক এক সেমিনারে WCO এর মহাসচিব জনাব কুনিও মিকুরিয়া

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক সর্বোচ্চ শুল্ক-কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান:

মূল্য সংযোজন কর বিভাগের অনুরুপ শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও রাজস্ব প্রদানের স্বীকৃতি স্বরুপ কাস্টম হাউস এ বছর সর্বোচ্চ শুল্ক-কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করে।

চিত্র ১.৬: চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে সর্বোচ্চ শুল্ক-কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক চোরাচালান নিরোধ অভিযান:

কাস্টম হাউস, ঢাকা কর্তৃক বিগত তিন বছরে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ, বিদেশী ওষুধ, এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী চোরাচালানকালে আটক করা হয়। বিমানবন্দরে গ্রীণ চ্যানেলে যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কাস্টম হাউস, ঢাকা সচেষ্ট।

চিত্র ১.৭: হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাসহ আটককৃত মুদ্রা পাচারকারী

শুল্ক অনুবিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি শাখা কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিসমূহ

সেফ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে সম্মতিপত্র স্বাক্ষর

WCO মহাসচিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর সেফ ফ্রেমওয়ার্ক (SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) বাস্তবায়নের জন্য সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ কাস্টমস।

Revised Kyoto Convention আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণে সম্মতি

সম্প্রতি WCO International Convention on Harmonization and Simplification of Customs Procedure বাংলাদেশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিভাবে গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রী সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত Instrument of Accession ইতোমধ্যে WCO তে প্রেরণ করা হয়েছে। Revised Kyoto Convention নামেই এই Convention টি সমধিক পরিচিত, যাকে আধুনিক শুল্ক প্রশাসনের মূলমন্ত্র বলে মনে করা হয়ে থাকে।

WCO কলম্বাস প্রোগ্রাম

WCO কলম্বাস প্রোগ্রামের প্রথম পর্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট আধুনিকায়ন ও সংস্কার বিশেষজ্ঞদের একটি দল ২০১১ সালে বাংলাদেশ সফরে আসে। দলটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বেনাপোল কাস্টম হাউজ এবং বোর্ডের বিভিন্ন শাখায় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং তা চেয়ারম্যানকে হস্তান্তর করে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ কাস্টমসের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ প্রণীত হয়েছে। এসব সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে।

বাংলাদেশ - ভারত জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস এর সভা

বাংলাদেশ- ভারত দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে বছরে একবার জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস (জেজিসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় এবং ২০১২ সালের এপ্রিলে নয়াদিলীতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের সদস্য (শুল্ক) সাধারণতঃ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এছাড়া, কমিশনার পর্যায়ে প্রতি বছর দু'টি করে বাংলাদেশ - ভারত আঞ্চলিক জেজিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় অবকাঠামো উন্নয়ন, সময়সূচী সমন্বয়, আধুনিকায়ন, স্থানীয় সমস্যা, তথ্য বিনিময় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।

চিত্র ১.৮: ঢাকাতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ - ভারত জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস এর সভা ২০১১

চিত্র ১.৯: বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে পেট্রাপোল এ অনুষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (২০১১)

বাংলাদেশ - তুরস্ক শুল্ক সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে শুল্ক বিষয়ক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি এপ্রিল ২০১২ তে স্বাক্ষরিত হয়েছে। মার্চে বোর্ডের সদস্য (শুল্ক) জনাব নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্কে সফর করে এবং সেখানে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তুরস্ক সফরকালে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র ১.১০: বাংলাদেশ - তুরস্ক এর শুল্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সহায়তা চুক্তি

ডি-৮ শুল্ক সহযোগিতা চুক্তি অনুমোদন

ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি ২০০৬ সালে স্বাক্ষর করা হয়েছিল। গত এপ্রিল ২০১২ তে চুক্তিটি অনুমোদনের প্রস্তাব বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনের পর চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।

www.nbr-bd.org

Design & Print: sparrowcom@gmail.com